নিদানকর্তা হলেন ত্রাণকর্তা

আর. অস্টিন ফ্রীম্যান

BanglaBook.org

নিদানকর্তা হলেন ত্রাণকর্তা

□ The Pathologist to the Rescue □

আর. অস্টিন ফ্রীম্যান

আমাদের জানালা দিয়ে "কিংস বেঞ্চ ওয়াক"-এর দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আমি বললাম, "আমি আশা করছি আমাদের বন্ধু ফক্সলি যথাসময়েই হাজির হবেন, অন্যথায় তার গল্পটা শোনার সুযোগ আমার হবে না। সাড়ে এগারোটার মধ্যে আমাকে আদালতে পেঁছিতেই হবে। টেলিগ্রামে লেখা আছে তিনি একজন পাদরি, তাই না?"

"হ্যাঁ," থর্নডাইক জবাব দিল। "রেভারেণ্ড ফক্সলি।"

"তাহলে হয় তো ঐ তিনি আসছেন। মোড়টা পার হয়ে একজন পাদরি এই দিকেই আসছেন, তবে তার সঙ্গে একটি মেয়ে আছে। মেয়ের কথা তো তিনি কিছু জানান নি, জানিয়েছেন কি?"

"না, তিনি কেবল সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন।" অবশ্য, জানালায় এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে সে বলল; তাকিয়ে দেখল আমাদের বাড়ির সামনেকার নম্বরটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তারা এই দিকেই আসছেন "বোঝা যাচ্ছে এরাই আমাদের মক্কেল, আর এসেছে একেবারে ঘড়ির কাটা ধরে।"

আমাদের ছোট্ট ঘণ্টাটার সেকেলে আওয়াজ শুনে ভিতরের দরজাটা খুলে সে পাদরি ও তার সঙ্গীটিকে ভিতরে ঢুকতে বলল; পরস্পরের পরিচয়ের পালা যখন চলতে লাগল সেই ফাঁকে আমাদের নতুন মক্কেলদের আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলাম। মিঃ ফক্সলি পাদরি সমাজের একজন সঠিক ও সুযোগ্য প্রতিভূ; সুদর্শন, রুচিবান, বয়স্ক ভদ্রলোক, ফিটফাট, স্বভাবে মধুর ও শিষ্ট; আচরণে এমন একটা সরলতা আছে যা আমাকে তার প্রতি আকৃষ্ট করল। তার সঙ্গিনীটিকে যাজকপত্নীরই কেউ বলে ধরে নিলাম; দেখে মনে হল, সামাজিক মর্যাদার বিচারে মহিলাটি নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। সে দেখতে ভাল, মুখখানা মিষ্টি ও হাসিখুশি, শান্তশিষ্ট। স্পষ্টই বোঝা যায় খুব বিপদে পড়েছে, কারণ তার স্বচ্ছ, ধূসর চোখ দুটি—থর্নডাইকের উপর এতই স্থিরনিবদ্ধ, বুঝি খেয়েই ফেলবে—রক্তিম ও উদ্গত অশ্রুজলে টলমল করছে।

পাদরি বলতে লাগলেন, "আমার বন্ধু মিঃ ব্রডরিব একটি আইনগত কাজে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন; তার পরামর্শক্রমেই আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছি ডাঃ থর্নডাইক। তিনি আমাকে নিশ্চিত করেই বলেছেন, আমাদের সমস্যার সমাধান যদি মানুষের সাধ্যায়ত্ত হয় তাহলে আপনিই পারবেন আমাদের সমস্যার সমাধান করতে, আর তাই আমি এসেছি আমার সমস্যাগুলিকে আপনার সামনে রাখতে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনি যেন আমাদের

www.BanglaBook.org

সাহায্য করতে সক্ষম হন, কারণ আমার এই তরুণী বান্ধবীটি, মিস মারখাম, বড়ই ভয়ংকর বিপদে পড়েছেন। তার ভাবী স্বামী মিঃ রবার্ট ফ্লেচার নামক চমৎকার যুবকটি এখন খুনের অভিযোগে পুলিশের হেপাজতে আছেন।"

থর্নডাইক গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন ; পাদরি বলতে লাগলেন :

"ঠিক কি ঘটেছে সেটা আপনাকে খুলে বলাই ভাল। যোসেফ রিগস্ নামক মৃত ব্যক্তিটি ফ্লেচারের মামা ; একটি বিচিত্র উৎকেন্দ্রিক মানুষ, নিঃসঙ্গ, কৃপণস্বভাব, আর মেজাজটা প্রচণ্ড নির্দয়। তিনি খুব সম্পন্ন লোক ছিলেন, তবে অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ আর দারিদ্র্যের একটা অবাস্তব ভয় সব সময় তাকে তাড়া করে ফিরত। ভাগ্নে রবার্টই তার একমাত্র আত্মীয় বলেই সকলে জানত, আর তার উইলেও তার একমাত্র উত্তরাধিকারী বলেই স্বীকৃত। সম্প্রতি রবার্টের সঙ্গে আমার বন্ধু মিস্ লিলিয়ানের বিবাহ স্থির হয়েছে, কিন্তু তার মামা এই বিয়ের ঘোর বিরোধী, তিনি বার বার চাপ দিচ্ছেন যাতে একটা লাভজনক বিয়ের ব্যবস্থা সে করে। মিস্ লিলিয়ানের কোনরকম যৌতুক দেবার সামর্থ্য নেই, যদিও ঈশ্বর তাকে নানা গুণে গুণবতী করেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, আর তার ভাবী স্বামীটিও বস্তুগত সম্পত্তির চাইতে এই গুণপনারই অধিক পক্ষপাতী। যাই হোক, রিগস্ তার স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গেই জানিয়ে দিয়েছেন যে নিজের বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে তিনি একটি দোকানদারনীর স্বামীর সঙ্গে বাস করবেন না ; রবার্ট হয় একটি পয়সাওয়ালা স্ত্রী খুঁজে নেবে, না হয় তো উইল থেকে তার নাম কাটা যাবে।

"ব্যাপারটা চরম উঠেছে গতকাল। মামার জরুরী তলব পেয়ে বরার্ট গিয়েছিল তার সঙ্গে দেখা করতে। মিঃ রিগস্ খুবই একগুঁয়ে মেজাজে ছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন, রবার্টকে তার বিয়ের প্রস্তাব বিনাশর্তে ভেঙে দিতে হবে এবং সেটা সেই মুহূর্তেই ; রবার্ট যখন তার মুখের উপরেই জানিয়ে দিল যে নিজের পছন্দমত স্ত্রী বেছে নেবার অধিকার তার আছে তখন বুড়ো মানুষটি ভীষণ ক্ষেপে গেলেন, চীৎকার, চেঁচামেচি, অভিশাপ, এমন কি অতি অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করলেন এবং মারধোরের ভয়ও দেখালেন। শেষ পর্যন্ত নিজের সোনার ঘড়িটা পকেট থেকে বের করে চেন সমেত টেবিলের উপর রাখলেন ; তারপর একটা দেরাজ খুলে এক বাণ্ডিল 'বেয়ারার বণ্ড' বের করে ঘড়িটার পাশে ছুঁড়ে দিলেন।

"বললেন, 'এই তোমার উত্তরাধিকার, সব বুঝে নাও হে বন্ধু। বেঁচেই থাক আর মরেই যাও, আমার কাছ থেকে এর বেশী কিছু তুমি পাবে না। এইগুলি নিয়ে বিদায় হও, আর কোন দিন যেন তোমাকে আমি না দেখি।"

"রবার্ট প্রথমে এ দান গ্রহণ করতে আপত্তি জানাল, কিন্তু তার মামা এতই হিংস্র হয়ে উঠলেন যে অন্তত শান্তিতে থাকবার জন্যই সে ঘড়ি এবং বণ্ডগুলি তুলে নিল ; তার ইচ্ছা ছিল পরে সেগুলি ফিরিয়ে দেবে। তারপরেই সে সেখান থেকে চলে আসে। সাড়ে পাঁচটার সময় সে যখন বেরিয়ে আসে তখন তার মামা বাড়িতে একলাই ছিলেন।"

www.BanglaBook.org

"তা কি করে হয় ?" থর্নডাইক প্রশ্ন করল, "কোন চাকরও ছিল না ?"

"মিঃ রিগস্ কোন আবাসিক চাকর রাখতেন না। যে যুবতী মেয়েটি তার সংসারের কাজকর্ম করত সে আসত সকাল সাড়ে আটটায় আর চলে যেত সাড়ে চারটের সময়। মেয়েটি গতকালও চা বানাবার জন্য পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল, কিন্তু বসবার ঘরের গোলমাল তখনও পুরোদমেই চলছে দেখে সে বাড়ি চলে যাওয়াটাই শ্রেয় মনে করে। চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকতে তার ভয় করছিল।

"আজ সকালে বাড়িতে পেঁছেই সে দেখতে পায়, সদর দরজার তালাটা খোলা ; দিনের বেলায় সেটা সব সময়ই খোলা থাকে। বাড়িতে ঢুকেই তার চোখে পড়ে হল-ঘরের মেঝেতে বা প্যাসেজে দু' তিনটে জায়গায় রক্ত জমে আছে। তাতেই কিছুটা ভয় পেয়ে সে বসবার ঘরটার দিকে তাকায়, আর সেখানে কাউকে না দেখে এবং বাড়িটা একেবারে শুনসান হয়ে প্যাসেজটা দিয়ে পিছনের একটা ঘরে যায়—ঘরটাকে পড়ার কাজে বা আপিসের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ; সাধারণত মিঃ রিগস্ ঘরে না থাকলে ঘরটা তালাবন্ধই থাকে। তখন অবশ্য দরজার তালাটা খোলা ছিল আর দরজাটাও আধ-খোলা ছিল ; প্রথমে দরজায় খট্‌খট্ শব্দ করে কোন সাড়া না পেয়ে সে দরজা ঠেলে ভিতরে তাকায়। কী সাংঘাতিক ব্যাপার ! তার মনিব মৃত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছেন ; তার মাথার পাশটায় একটা ক্ষত আর দেহের পাশে মেঝেতে পড়ে আছে একটা পিস্তল।

"সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুরে দাঁড়ায় এবং ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। রাস্তা ধরে পুলিশের খোঁজে ছুটতে ছুটতে একটা মোড়ে পুলিশের দেখা পেয়ে দুঃসংবাদটা তাকে জানায়। তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি থানায় যাই। পথে যেতে যেতেই আগের দিন বিকেলের ঘটনাগুলি সে আমাকে বলে। স্বভাবতই আমি খুব আঘাত পেলাম, আর শঙ্কিত হলাম, কারণ আমি বুঝতে পারলাম—সত্য হোক বা মিথ্যা হোক—সন্দেহটা সঙ্গে সঙ্গে রবার্ট ফ্লেচারের উপরেই পড়বে। কাজের মেয়ে রোজ টার্নমিল তো ধরেই নিয়েছে যে ফ্লেচারই তার মনিবকে খুন করেছে। থানার দারোগার কাছেও রোজ সেই একই বিবৃতি দিল এবং স্পষ্টতই বুঝতে পারলাম দারোগাও তার সঙ্গে একমত হলেন।

"তাকে ও একজন সার্জেণ্টকে নিয়ে আমরা বাড়িতে ফিরে গেলাম। পথেই মিঃ ব্রডরিবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ; তিনি তখন "হোয়াইট লায়ন্"-এ বাস করছিলেন এবং একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তাড়াহুড়ো করে তাকে সব ঘটনাটা বলে তাকেও আমাদের সঙ্গে আসতে অনুরোধ করলাম, আর দারোগার অনুমতি পেয়ে তিনি তাতে রাজীও হলেন ; হাঁটতে হাঁটতেই রবার্ট ফ্লেচারের ভয়াবহ অবস্থাটা তাকে বুঝিয়ে বললাম এবং এ ব্যাপারে তার পরামর্শ চাইলাম। অবশ্য মৃতদেহটা না দেখা পর্যন্ত এবং রবার্টের উপর কোন রকম সন্দেহ পড়ছে কিনা সেটা না জানা পর্যন্ত তখনই কিছু বলার বা করার ছিল না।

"রোজ যে রকম বলেছিল রিগস্‌কে সেইভাবেই পড়ে থাকতে দেখলাম। সে সম্পূর্ণ মৃত, ঠাণ্ডা ও নিশ্চল। কপালের ডান পাশে পিস্তলের গুলির দাগ আর তার ডান দিকে মেঝেতে পড়ে

www.BanglaBook.org

আছে একটা পিস্তল। সামান্য কিছু রক্ত—যথেষ্ট পরিমাণে নয়—ক্ষতস্থান থেকে চুঁইয়ে তেল-কাপড়ের উপর একটা ছোট ডোবার মত হয়ে আছে। লোহার সিন্দুকের দরজাটা খোলা, আর তালার গায়ে ঝুলছে একথোকা চাবি; দু-একটা শেয়ার-সার্টিফিকেট ডেস্কের উপর ছড়ানো। মৃত ব্যক্তির পকেট খুঁজে সোনার ঘড়িটা পাওয়া যায় নি; চাকরের কথামত সেটা তিনি সর্বদাই সঙ্গে রাখতেন, রোজ শোবার ঘরে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করেও সেটা পায় নি।

"ঘড়ির কথা বাদ দিলে—সব কিছু দেখে মনে হয় লোকটি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু সে ধারণার বিরোধিতা করছে হল-ঘরের মেঝের রক্ত। মৃত ব্যক্তিটিকে দেখে মনে হয় গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পড়ে যান, আর রক্তক্ষরণও হয়েছে খুবই সামান্য। তাহলে হল-ঘরে রক্ত এল কেমন করে? দারোগা সিদ্ধান্ত করলেন, ওটা মৃত ব্যক্তির রক্ত হতে পারে না; সেটাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে যখন দেখা গেল রক্তের আরও কয়েকটা ছোট ছোট ফোঁটা রাস্তার দিককার দরজার দিকে এগিয়ে গেছে, তখন দারোগা আরও নিশ্চিন্ত হলেন যে রক্তটা পড়েছে এমন কারও শরীর থেকে যে আহত হয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল। আর এই পরিস্থিতিতে তিনি ধরে নিতে বাধ্য যে সে লোকটি রবার্ট ফ্লেচার; আর সেই অনুমানের ভিত্তিতে তিনি তখনই সার্জেন্টকে পাঠিয়ে দিলেন রবার্টকে গ্রেপ্তার করতে।

"এই নিয়ে মিঃ ব্রডরিবের সঙ্গে আমি পরামর্শ করেছি; তার বক্তব্য, পুরো ঘটনাটা কি সেটা নির্ভর করছে প্রধানত হল-ঘরের রক্তের উপর। সেটা যদি মৃত ব্যক্তির রক্ত হয় এবং ঘড়িটা উধাও হওয়ার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহলে আত্মহত্যার রায়টা মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু রক্তটা যদি অন্য কারও হয় তাহলে তো খুনের দিকটাই ভারী হবে। তিনি বললেন, আগে এই প্রশ্নটার মীমাংশা করতে হবে, অবশ্য মীমাংশা করা যদি সম্ভব হয়, আর আমি যদি রবার্টকে নির্দোষ বলে বিশ্বাস করি—তাকে আমি যতটা চিনি তাতে আমি অবশ্যই সেটা বিশ্বাস করি—তাহলে তার পরামর্শ মতে আমার করণীয় হচ্ছে; দুটো ছোট পরিষ্কার লেবেল-আঁটা বোতল যোগাড় করতে হবে ওষুধের দোকান থেকে; দারোগার অনুমতি নিয়ে একটা বোতলে ভরতে হবে হল-ঘরের খানিকটা রক্ত এবং অন্য বোতলে ভরতে হবে মৃত ব্যক্তির রক্ত; দারোগার ও আমার সামনেই দুটো বোতলকে সিল করে ডাঃ থর্নডাইকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। দুটো রক্ত একই ব্যক্তির কিনা—সে প্রশ্নের জবাব দেওয়া যদি সম্ভবপর হয় তাহলে তিনি তার জবাব দেবেন।

"দেখুন, দারোগা কোন আপত্তি করেন নি, তাই তার পরামর্শমত সব কিছুই আমি করেছি। এই সেই নমুনা দুটি। আমার বিশ্বাস, আমরা যা জানতে চাই এরাই সেটা বলে দিতে পারবে।"

এখানে মিঃ ফক্সলি তার এটাচি-কেস থেকে একটা ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স বের করে সেটা খুলে তুলোর মধ্যে সযত্নে প্যাক-করা দুটো চওড়া-মুখ ছোট বোতল বের করলেন। সতর্ক হাতে বোতল দুটোকে তুলে টেবিলের উপর থর্নডাইকের সামনে রাখলেন। দুটো বোতলই ভাল করে কর্ক এঁটে সিল করা—লক্ষ্য করে দেখলাম সিল-মোহরটা মিঃ ব্রডরিবের—আর লেবেল-আঁটা; একটাতে লেখা

www.BanglaBook.org

"যোসেফ বিগ্‌সের রক্ত", অপরটাতে লেখা, "অজ্ঞাত উৎসের রক্ত", দুটোতেই আর্থার ফক্সলি-র স্বাক্ষর ও তারিখ। প্রত্যেকটা বোতলের তলানিতেই ছিল কিছুটা আঠালো জমাট রক্ত।

থর্নডাইক কিছুটা সন্দেহের চোখেই বোতল দুটোর দিকে তাকালেন তারপর পাদরিকে বললেন, "আমি আশংকা করছি, আমাদের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে মিঃ ব্রডরিবের ধারণার মাত্রাটা একটু বেশী উঁচু। এমন কোন পদ্ধতির কথা আমাদের জানা নেই যার সাহায্যে একজনের রক্ত থেকে অপরজনের রক্তকে নিশ্চিতভাবে আলাদা করা যায়।"

মিঃ ফক্সলি চেঁচিয়ে বললেন; "এ কী বলছেন আপনি! এ যে বড়ই হতাশার কথা! তাহলে এই নমুনা দুটি কোন কাজেই লাগবে না?"

"সে কথা আমি বলব না; কিন্তু এদের কাছ থেকে কোন তথ্য না পাওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশী। এদের উপর খুব বেশী ভরসা করবেন না।"

"কিন্তু আপনি এ দুটোকে পরীক্ষা করে কিছু পাওয়া যায় কিনা সেটা তো দেখবেন", পাদরি কিছুটা চাপ দেবার মত করেই বললেন।

"হ্যাঁ, পরীক্ষা তো করবই। কিন্তু আপনি কি জানেন এরা যদি কোন প্রমাণ দিতেও পারে, সে প্রমাণ প্রতিকূলও হতে পারে?"

"হ্যাঁ, মিঃ ব্রডরিব সে কথাও বলেছেন, কিন্তু সে ঝুঁকি নিতে আমরা ইচ্ছুক; রবার্ট ফ্লেচারেরও এই মত; তাকেও আমি প্রশ্নটা করেছিলাম।"

"তাহলে এই ঘটনার পরে মিঃ ফ্লেচারের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?"

"হ্যাঁ, সে গ্রেপ্তার হবার পরে তাকে আমি থানায় দেখেছিলাম। তখনই সে আমাকে—এবং পুলিশকেও—এই বিবরণগুলি দিয়েছিল যা আমি আপনাদেরও শুনিয়েছি। তাকে একটা বিবৃতি দিতেই হয়েছিল, কারণ মৃতের ঘড়ি ও বস্তুগুলি তার কাছেই পাওয়া গিয়েছিল।"

"পিস্তলের ব্যাপারটা। সেটা কি সনাক্ত করা হয়েছে?"

"না। এটা একটা সেকলে 'ডেরিঞ্জার' পিস্তল যা আগে কেউ কখনও চোখেই দেখে নি, তাই এটা যে কার সম্পত্তি ছিল তার কোন প্রমাণ নেই।"

"আর সেই শেয়ার-সার্টিফিকেটগুলো যা ডেস্কের উপর পড়েছিল বলে আপনি জানিয়েছেন। আপনার কি মনে আছে সেগুলি কি ছিল?"

"হ্যাঁ, সেগুলি ছিল পশ্চিম আফ্রিকার কতকগুলি খনির শেয়ার, নামটা আবুসাম পা-পা ছিল বলেই মনে হয়।"

থর্নডাইক বলল, "তাহলে তো মিঃ রিগ্‌স্ টাকা-পয়সা হারাতেই বসেছিলেন। আবুসাম পা-পা কোম্পানি এইমাত্র দেউলিয়া হয়ে গেছে। আপনি কি জানেন সিন্দুক থেকে কিছু চুরি গেছে কি না?"

"বলা সম্ভব নয়, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কিছু চুরি যায় নি, কারণ ক্যাস-বাক্সে প্রচুর

www.BanglaBook.org

টাকা ছিল ; ক্যাস-বাক্সের তালা খুলে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।" কিন্তু আগামীকাল বিচার-বিভাগীয় তদন্তের সময় আমরা আরও কিছু শুনতে পাব, আর আমার বিশ্বাস, সেখানে আপনার কাছ থেকেও কিছু শুনতে পাব। কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই আমি আশা করব সেখানকার কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করার জন্য বেচারি ফ্লেচারের পক্ষ থেকে আপনি সেখানে উপস্থিত থাকবেন। আর সম্ভব হলে এগারোটার সময় ময়না তদন্তেও আপনি উপস্থিত থাকবেন। সে ব্যবস্থাটা করতে পারবেন তো ?"

"হ্যাঁ, আমি বেশ সকালেই এসে যাব যাতে পুলিশ প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিলে জায়গাটাকেও একবার ভাল করে দেখব।"

মিঃ ফক্সলি তাকে অজস্র ধন্যবাদ জানালেন এবং ট্রেন ও অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্তা হয়ে গেলে আমাদের মক্কেলদ্বয়ও উঠে পড়লেন। থর্নডাইক তাদের সঙ্গে সাদর কর-মর্দণ করল এবং মিস মারখামের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় আস্তে আস্তে তাকে কিছু উৎসাহের বাণীও শুনিয়ে দিল। সেও অসংকোচে ডাঃ থর্নডাইকের হাতটা ধরে কৃতজ্ঞতা ও অনুনয়ের ভঙ্গীতে তার দিকে তাকাল।

মিনতি জানিয়ে বলল, "ডাঃ থর্নডাইক, আপনি আমাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবেন, করবেন তো ? আর রক্তটাকে খুব সতর্ক হয়ে পরীক্ষা করবেন। আমাদের কথা দিন। মনে রাখবেন, আপনার কথার উপরেই বেচারি রবার্টের জীবনটা ঝুলে আছে।"

ডাঃ থর্নডাইক শান্তভাবে জবাব দিল, "আমি তা বুঝি মিস মারখাম, আর আপনাকে কথাও দিচ্ছি যে রক্তের নমুনা দুটি খুব ভাল করেই পরীক্ষা করা হবে ; সত্যকে প্রকাশ করার ব্যাপারে আমার দিক থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না।"

অসীম করুণা ও সহানুভূতির সঙ্গে উচ্চারিত এই কথাগুলি শুনে মিস মারখামের চোখ দুটি জলে ভরে উঠল ; কয়েকটি ভাঙা-ভাঙা কথায় ধন্যবাদ জানিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল, ভালমানুষ পাদরিটি—এই ছোট্ট ঘটনায় স্বয়ং বিচলিত না হয়েও—তার হাতটা ধরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

তাদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার পরে আমি বলে উঠলাম, "আচ্ছা, বুড়ো ব্রডরিবের উৎসাহ দেখছি তোমাকে একটা অদ্ভুত কাজের মধ্যে টেনে নামাতে পেরেছে। আমার তো মনে হচ্ছে ফ্লেচারের কথাগুলি তুমি বিশ্বাস করেছ।"

সে জবাব দিল, "কোন পূর্ব-ধারণা ছাড়াই। ফ্লেচারকে আমি চিনি না, কিন্তু সম্ভাবনার পাল্লাটা তার দিকেই ভারী। তথাপি হল-ঘরের রক্তের দাগটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। সেটার একটা ব্যাখ্যা অবশ্য চাই।"

"চাইতেই হবে !" আমি চেঁচিয়ে বললাম। "আর সে ব্যাখ্যা তোমাকেই খুঁজে বের করতে হবে ! ঠিক আছে, এ কাজে তুমি আনন্দ লাভ কর সেই কামনাই করি। আশা করি প্রতিশ্রুতি মত এই প্রহসনটিকে তুমি শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে ?"

"নিশ্চয়", সে জবাব দিল। কিন্তু এটা মোটেই প্রহসন নয়। যে কোন অবস্থাতেই রক্তের নমুনা

www.BanglaBook.org

দুটি আমাকে পরীক্ষা করতেই হবে। কখন যে কোন্ উজ্জ্বল আলোকে প্রকৃত ঘটনাটা হঠাৎই চোখের সামনে ভেসে উঠবে তা কেউ বলতে পারে না।"

আমি সন্দেহের ভঙ্গীতে হাসলাম।

"তোমাকে তো এটাই নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে যে রক্তের এই দুটো নমুনা একই লোকের দেহ থেকে নিঃসৃত। সেটা প্রমাণ করার যদি কোন পথ থেকে থাকে সেটা আমার জানা নেই। আমি এটাকে অসম্ভবই বলে দিতাম।"

"অবশ্যই", সেও আমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলল, "পুথিগতভাবে এবং সাধারণ বিচারের দিক থেকে তোমার কথাই ঠিক। ব্যক্তিবিশেষের রক্তকে সনাক্ত করার কোন পদ্ধতি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু তথাপি আমি কল্পনা করতে পারি যে কোন বিশেষ ও অসাধারণ ক্ষেত্রে রক্তের সাহায্যে বাস্তবিক পক্ষেই একটি বিশেষ ব্যক্তিকে সনাক্ত করা সম্ভব। আমার পণ্ডিত বন্ধুটি কি মনে করে?"

"সে মনে করে তার কল্পনা প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার সমকক্ষ নয়", আমি জবাব দিলাম। এই কথা বলে আমার ব্রীফ-কেস তুলে নিয়ে আদালতের কাজে বেরিয়ে গেলাম।

রক্ত-পরীক্ষার কাজটাকে যত অযৌক্তিকই মনে হোক, থর্নডাইক যে লিলিয়ান মারখামকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখবে সেটা আমি আগেই জানতাম। কিন্তু আমার সহকর্মীর সতর্ক বিবেক সম্পর্কে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমাদের অফিস-ঘরে ফিরে এসে নিজের চোখে যে দৃশ্য দেখলাম তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। টেবিলের উপর রাখা হয়েছে তিনটে স্লাইড-বক্স দিয়ে ঘেরা একটা অনুবীক্ষণ যন্ত্র। প্রত্যেক বাক্সে ছ'টা করে ট্রে, আর প্রতিটি ট্রেতে ছ'টা করে স্লাইড—সবসমেত একশ' আটটা স্লাইড!

কিন্তু তিনটে বাক্স কেন? একটা খুললাম। সযত্নে রক্তের দাগ টানা স্লাইডগুলোর লেবেলে লেখা "যোসেফ রিগস্।" দ্বিতীয় বাক্সের স্লাইডগুলোর লেবেলে লেখা "হল-ঘর থেকে পাওয়া রক্ত।" কিন্তু তৃতীয় বাক্সটা খুলে দেখলাম অনেকগুলো সাদা স্লাইডে লেবেল লাগানো আছে "রবার্ট ফ্লেচার!"

আমি হেসে উঠলাম। অদ্ভুত! থর্নডাইক তার প্রতিশ্রুতির চাইতেও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। সে যে দাখিল-করা দুটো নমুনা পরীক্ষা করতে যাচ্ছে—হয় তো পরীক্ষা করেও ফেলেছে—তাই নয়; নিজের জন্য একটা তৃতীয় নমুনা সংগ্রহের চেষ্টাও সে করছে!

মিঃ রিগস্-এর একটা স্লাইড তুলে নিয়ে যন্ত্রটি যথাস্থানে রাখলাম। তারপর নানাভাবে অনুবীক্ষণ যন্ত্রটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম। বিস্ময়ের পর বিস্ময়। পুনরায় বলে উঠলাম, "অদ্ভুত!" তারপর স্লাইডটাকে বাক্সের মধ্যে ফেলে রেখে দিলাম। অবশ্য যা প্রত্যাশিত তাই স্লাইডে দেখা গেল: রক্ত অথবা বলা যায় জমাট রক্তের ভাঙা টুকরো। তার চেহারা দেখে আমি হলফ করে বলতে পারতাম না যে সেটা মানুষের রক্ত।

বাক্সটা সবে বন্ধ করেছি এমন সময় থর্নডাইক ঘরে ঢুকল। একবার তাকিয়েই সে বলে উঠল,

www.BanglaBook.org

"দেখতে পাচ্ছি যে তুমি নমুনাগুলি দেখছিলে।"

"মাত্র একটা নমুনা," আমি তার কথাটা সংশোধন করলাম। "যথেষ্ট আহার ভোজেরই সমতুল।"

সেও পাল্টা জবাব দিল, "সহজে তুষ্ট যারা তারাই সুখী" ; তারপর বলল, "আমার ব্যবস্থাগুলির পরিবর্তন করেছি, যদিও তোমার পরিবর্তনে আমি হাত দিচ্ছি না। আজ রাতেই আমি সাউথ-এভেন-এ যাব ; আসলে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি রওনা হচ্ছি।"

"কেন ?" প্রশ্ন করলাম।

"কারণ বেশ কয়েকটি। কাল সকালের ময়না তদন্তটা আমি নিশ্চিত করতে চাই, আরও কিছু তথ্য পাওয়া গেলে সেগুলি সংগ্রহ করতে চাই, এবং শেষ কথা, রবার্ট ফ্লেচারের রক্তের কয়েকটা ফিল্ম তুলতে চাই। কাজটা পুরো করাই তো ভাল," শেষের কথাটা সে হেসে যোগ করল ; আমিও চাপা হাসি হেসে জবাব দিলাম।

আপত্তি জানিয়ে বললাম, "সত্যি থর্নডাইক, তোমাকে দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, তাও এই বয়সে। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী, তাই বলে একশ' আটটা রক্তের ফিল্ম তৈরী করাবার মত যথেষ্ট সুন্দরী নয়।"

তার সঙ্গেই ফ্যাক্সিতে উঠলাম। পল্টনও মালপত্র নিয়ে উঠে পড়ল। ফিরে এসেই তার অভিযানের সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। একটা পরিকল্পনা তার মনে নিশ্চয়ই ছিল। তার উদ্দেশ্যমূলক স্থির চাল-চলনই আমাকে বলে দিল, এই ব্যাপারটার আমি যতটুকু দেখতে পেয়েছি সে তার চাইতে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছে। সেটাকে আমি স্বাভাবিক ও অনিবার্য বলেই মেনে নিলাম। বস্তুত, আমি এটাও স্বীকার করি যে, যত ঠাট্টা-মস্করাই করি তার শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি আমার বিশ্বাস বুড়ো ব্রডরিরের প্রতি বিশ্বাসের চাইতে কম নয়। এমন কি আমি তো প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম যে এই যুক্তিহীন ফিল্মগুলো থেকে এমন কিছু তথ্য পাওয়া গেছে যার স্বপক্ষে কিছু পাবার আশাতেই সে সাত-তাড়াতাড়ি সাউথ এভেন-এ ছুটে এসেছে।

পরদিন দুপুরের কিছু পরে ট্রেন থেকে নেমেই দেখি, আমাকে তার হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য সে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে।

সে জানাল, "এখনও পর্যন্ত সব কিছু ভালই চলছে। আমি ময়না তদন্তে উপস্থিত ছিলাম এবং ক্ষতটা ভাল করে পরীক্ষা করেছি। পিস্তলটা রাখা ছিল ডান দিকে মাথা থেকে ইঞ্চি দুয়েক দূরে ; হয়তো একটু বেশী কাছে, কারণ বারুদের কালো গুঁড়োতে চামড়াটা ঝলসে গেছে আর উল্কির মত দাগ পড়েছে। বোঝা যাচ্ছে রিগস ডান-হাতি মানুষ। অতএব আপাতদৃষ্টিতে সম্ভাবনাটা আত্মহত্যার দিকেই ঝুঁকছে ; আর সম্প্রতি অনেক টাকা নষ্ট হওয়াটা একটা সঙ্গত কারণ বলেই মনে হয়।

"কিন্তু হল-ঘরে রক্তের ব্যাপারটা ?"

www.BanglaBook.org

"ওঃ, সেটা মিটিয়ে ফেলেছি। রক্তের ফিল্মের কাজটা কাল রাতেই শেষ করেছি।"

সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে তাকালাম—সে ঠিকই বলছে, না আমার ঠাট্টার জবাব দিচ্ছে সেটাই দেখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার মুখ যেন কাঠের মূর্তির মুখ।

দৃঢ় প্রত্যয়ে আমি চেঁচিয়ে বললাম, "তুমি একটি বিরক্তিকর বুড়ো শয়তান থর্নডাইক!" তাকে জেরা করে লাভ হবে না জেনেই প্রশ্ন করলাম, "লাঞ্চের পরে আমরা কি করব?"

"সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে বলে 'অকুস্থল' দারোগা আমাদের সেই জায়গাটা দেখাতে নিয়ে যাবেন।"

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, কাজের এই অংশটা সে আমার জন্যই রেখে দিয়েছিল। আপাতত অন্য সব কাজের কথা ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে আমাকে এখানকার সেকেলে রাস্তাঘাটের কথাই বলতে লাগল। সাউথ এভেন একটা ছোট শহর হলেও বন্দর-শহর মাত্ররই শোনাবার মত অনেক কিছুই থাকে।

দারোগা একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় যথাসময়ে এসে পড়লেন। আমরা তখনও খাবার টেবিলেই বসেছিলাম। থর্নডাইক এক পেয়ালা কফি ও চুরুটের প্রস্তাব করতেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন। আমার সন্দেহ হল, তার মুখটা আপাতত বন্ধ রাখাটাই তার আসল উদ্দেশ্য। দেখলাম, আমার সহকর্মীটির প্রতি তার অপরিসীম আগ্রহ; সেই সঙ্গে মিশে আছে কিছুটা ভয়ও। তার সঙ্গে চুরুটটা এসে পড়ায় দারোগার কৌতূহল তার মুখে প্রকাশ হতে পারল না, যদিও আমার বন্ধুটির উপর তার নজরটা সব সময়ই ছিল। বস্তুত, আমরা যখন মৃত মিঃ রিগসের বাড়িতে পেঁছিলাম তখন থর্নডাইকের উপর তার কড়া নজরের বহর দেখে মনে মনে আমি তো বেশ মজাই ভোগ করতে লাগলাম।

বাড়িটাতে দেখার মত বিশেষ কিছু ছিল না; তবে একটা শান্ত ছোট রাস্তার উপর অবস্থিত বাড়িটার সেকেলে ধরণের বহির্ভাগটা বেশ সুন্দর; বাইরে ঝোলানো বারান্দাটা থেকে রাস্তাটার এ-পার ও-পার দেখা যায়। যেমন আশা করা গিয়েছিল বাড়িটা বেশ অপরিচ্ছন্ন, অবহেলিত ও আয়তনে ছোট। বাড়িটাকে ভাল করে দেখার পরে আমার তো মনে হল যে মাত্র একটাই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গেল; সেটা হল: পড়ার ঘরের মেঝের রক্তের দাগ এবং হল-ঘরের মাঝখান থেকে রাস্তার ফটক পর্যন্ত রক্তের বড় বড় দাগের সারির মধ্যে কোন যোগ-সূত্রই নেই। এবং আমাদের দিক থেকে যথেষ্ট প্রতিকূল হলেও প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের সময় থর্নডাইক প্রমাণের এই অংশটির উপরেই তার মনোযোগকে একাগ্র করে রাখল।

সতর্ক নজরদার দারোগাকে পিছনে রেখে সে ছোট ঘরটাকে ঘুরে-ঘুরে পরীক্ষা করতে লাগল—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রক্তের দাগ থেকে দরজা পর্যন্ত মেঝের প্রতিটি ইঞ্চি। দরজাটার উপরেই তার তীক্ষ্ম দৃষ্টি—বিশেষ করে হাতল, বাজু ও লিণ্টেল। তারপর মেঝের প্রতিটি ইঞ্চিকে দেখতে দেখতে সেখান থেকে বেরিয়ে হল-ঘরে গেল; দেয়ালগুলি দেখল, দেয়ালে ঝোলানো প্রতিটি ছাপা ছবির পিছন দিকটা দেখল। দেয়ালে ঝোলানো একটা প্রতিক্ষেপক আলোকে অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ

www.BanglaBook.org

দিয়ে দেখল ; নীচু সিলিংয়ের কড়িতে আটকানো একটা শক্ত বাতি-ঝোলাবার হুককেও সেই একইভাবে দেখে নিয়ে কড়িটার নীচ দিয়ে যাবার সময় একটু থেমে থর্নডাইক বলল, "হুকটা নিশ্চয় কোন বেঁটে বামন বসিয়েছিল।"

দারোগা একমত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, লোকটা বোকাও। ওই হুকে একটা বাতি ঝুলিয়ে দিলে তো ওখান দিয়ে যাতায়াতই করা যাবে না। এমনিতেই তো ঘরটা ছোট। বড়ই দুঃখের বিষয় যে এখানকার পায়ের ছাপগুলো সম্পর্কে আমরা আরও বেশী সতর্ক হই নি। এই তেল-কাপড়ের উপর প্রচুর ভিজে পায়ের ছাপ পড়েছে ; অস্পষ্ট হলেও ছাপগুলি যদি একটার উপরে আরেকটা না পড়ত তাহলে সবগুলোই বেশ ভালভাবে বুঝতে পারতেন। মিঃ ফক্সলির পায়ের ছাপ, মেয়েটির, আমার, আর মৃতদেহটা যারা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাদের পায়ের ছাপও এর মধ্যে আছে ; কিন্তু কোন্‌টা কার পায়ের ছাপ সেটাই বোঝা ভার। সবগুলো ছাপ মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।"

আমি বললাম, "ঠিক কথা ; সব কিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে। কিন্তু একটা আশ্চর্য জিনিস আমার নজরে পড়েছে। একটা বড় মাপের ডান পায়ের অস্পষ্ট ছাপ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তার বা পায়ের কোন ছাপই দেখতে পাচ্ছি না। তুমি দেখতে পাচ্ছ কি ?"

একটা বড়, অস্পষ্ট, ডিম্বাকার ছাপ দেখিয়ে থর্নডাইক বলল, "হয়তো এটাই সেই ছাপ। আমি দেখেছি বড় মাপের ডান পা থাকলে এ রকমটা অনেক সময় ঘটে ; কিন্তু আমিও স্বীকার করতে বাধ্য যে এটাকে দেখলে পায়ের ছাপ বলে মনেই হয় না।"

"আমি তো এটাকে পায়ের ছাপ বলেই ভাবতে পারতাম না, মানুষের পায়ের ছাপের তো কথাই ওঠে না। এটাকে দেখলে তো কোন বৃহৎ জন্তুর পায়ে চলার পথ বলেই মনে হয়।"

"ঠিক তাই," থর্নডাইক স্বীকার করল ; কিন্তু আসলে যাই হোক না কেন, অন্য সকলে আসার আগে থেকেই এই ছাপটা এখানে ছিল। লক্ষ্য করে দেখ, যেখানেই এটা আছে আরও অনেকেই সেটাকে পায়ে মাড়িয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি, আর বড় ডান পায়ের সম্পর্কেও সে কথাটা সত্য ; কাজেই তুমি যে বলছ দুটোর মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে সেটাও হতে পারে। কিন্তু আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি পারেন ইন্সপেক্টর ?"

দারোগা মাথা নাড়লেন। ছাপটাকে পায়ের ছাপ বলে তিনি চিনতেই পারেন নি, কিন্তু তিনি এটা বুঝতে পেরেছেন যে মেঝেটাকে পাহারা দেবার আরও ভাল ব্যবস্থা না করে তিনি বোকার মত কাজই করেছেন।

হল-ঘর পরীক্ষার কাজ শেষ হলে থর্নডাইক দরজাটা খুলে সিঁড়ির উপরকার চওড়া জায়গাটার দিকে তাকাল।

প্রশ্ন করল, "বুধবার সন্ধ্যায় এখানে আবহাওয়াটা কেমন ছিল ?"

দারোগা জবাব দিলেন, "বৃষ্টি হয়েছিল ; রাতে দু'এক পশলা ভারী বৃষ্টিও হয়েছিল। আপনি

www.BanglaBook.org

নিশ্চয় দেখেছেন যে দরজার বাইরে সিঁড়ির মাথায় রক্তের কোন দাগ নেই। থাকার কথাও নয়; কারণ এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় কোন মানুষের শরীর থেকে যদি রক্ত ঝরেও থাকে তাহলে সেটা ঝরেছে ভেজা পাথরের উপর এবং সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে-মুছে গেছে।"

থর্নডাইক একথার সত্যতা স্বীকার করল; অতএব আরও একটি অনুকূল প্রমাণের আলো নিভে গেল। হল-ঘরের রক্তটা মৃত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কারও—এই বৃহত্তর সম্ভাবনাটা কিন্তু অক্ষুণ্ণই থেকে গেল। আর বাড়িটাকে পরীক্ষা করে আমরাও এমন একটা তথ্যও পাই নি যেটা আমাদের মক্কেলের অনুকূলে যেতে পারে। আসলে আমার তো মনে হতে লাগল যে আসামীর স্বপক্ষে কোন প্রমাণই নেই; এমন কি আমি নিজেই প্রশ্ন করলাম, তাহলে আমরা কি একটি সত্যিকারের দোষী ব্যক্তিকে বাঁচাবার জন্যই একটা সমর্থনের বেড়া গড়ে তোলার চেষ্টা করছিমাত্র। থর্নডাইক তো সেরকম কাজ করার মানুষ নয়। কিন্তু মামলাটা দাঁড়াবে কিসের উপর? আত্মহত্যার কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু খুনের সম্ভাবনাটাই পরিষ্কার। যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে যে দ্বিতীয় কোন লোক বাড়িতে ছিল, আর সেই লোকটিই আঘাত পেয়েছিল। কিন্তু আঘাত তো সংঘর্ষের ইঙ্গিতই বহন করে, আর কাজের মেয়েটি বলেছে সে যখন বাড়ি থেকে চলে যায় তখন প্রচণ্ড তর্কাতর্কি চলছিল। তারপর থেকে মৃত ব্যক্তিকে আর জীবিত অবস্থায় দেখা যায় নি; এবং সংঘর্ষের অপর শরিকের কাছে মৃত ব্যক্তির মালপত্র পাওয়া গেছে। তাছাড়া, অপরাধের একটা পরিষ্কার উদ্দেশ্যও ছিল, তা সে অপরাধটা যতই অর্থহীন হোক। মৃত ব্যক্তি উইলটা প্রত্যাহার করে নেওয়ার ভয় দেখিয়েছিলেন; কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে কাজ তিনি করেন নি, তার মৃত্যুতে উইল কার্যকরীই ছিল। সংক্ষেপে, সব কিছু আমাদের মক্কেল রবার্ট ফ্লেচারের দিকেই আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

সবে আমি এই প্রতিকূল সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি এমন সময় থর্নডাইকের একটা বিবৃতি আমার সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে ভেঙে-চুরে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিল।

দারোগা বললেন, "আমি তো মনে করি স্যার আসামী পক্ষের উকিল হিসাবে আপনার আর কিছুই বলার থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা ফ্লেচারের প্রতিও বিরূপ নই। আসলে, তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই দায়ের করা হয় নি। বিচারবিভাগীয় তদন্তের রায় না শোনা পর্যন্ত আমরা তাকে হাজতে আটকে রেখেছিমাত্র। আমি জানি মিঃ ফক্সলি যে রক্ত এনেছিলেন আপনি সেটা পরীক্ষা করেছেন, আর ফ্লেচারের রক্তও পরীক্ষা করেছেন, এবং ঘটনাস্থলও আপনি দেখলেন। আমরা সাধ্যমত সব সুযোগ-সুবিধাই আপনাকে দিয়েছি, আর আপনিও যদি আমাদের এমন কোন ইঙ্গিত দিতে পারেন যা কাজে লাগতে পারে, তাহলে আমরা খুবই বাধিত হব।"

থর্নডাইক কয়েক মুহূর্ত ভাবল। তারপর উত্তর দিল:

"দেখুন ইন্সপেক্টর, আপনার কাছে কোন কথা গোপন করার কোন কারণ নেই; আপনি আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন, বন্ধুর মত ব্যবহার করেছেন, তাই আমিও খোলাখুলিভাবেই সব কথা বলব। রক্তের দুটো নমুনা এবং ফ্লেচারের রক্ত আমি পরীক্ষা করেছি, ঘটনাস্থলটাও দেখেছি, আর এখন

www.BanglaBook.org

সুস্পষ্টভাবে যা বলতে পারি সেটা এই : হল-ঘরের রক্ত মৃত ব্যক্তির রক্ত নয়—"

"আঃ!" দারোগা চেঁচিয়ে বললেন, "এই ভয়টা আমিও করেছিলাম।"

"আর এটা ফ্রেচারের রক্তও নয়।"

"তাই নাকি! আহা, কথাটা শুনে আমার যে কী ভাল লাগছে।"

থর্নডাইক বলতে লাগল, "তাছাড়া, রক্তটা ঝরেছিল রাত ন'টার অনেক পরে, সম্ভবত মধ্যরাতের আগে নয়।"

সপ্রশংস দৃষ্টিতে থর্নডাইকের দিকে তাকিয়ে দারোগা চেঁচিয়ে উঠলেন, "তবেই বুঝুন! একবার ভাবুন ব্যাপারটা। দেখুন, একজন বিজ্ঞানের মানুষ কি করতে পারেন! আচ্ছা স্যার, যে লোকটা হল-ঘরে রক্ত ঝরিয়েছিল তার চেহারাটা কেমন ছিল তা কি আপনি বলতে পারেন?"

থর্নডাইকের বিস্ময়কর বিবৃতি শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম, কিন্তু দারোগার ভোঁতা প্রশ্নটা শুনে মুখের চাপা হাসিটা চাপতে পারলাম না। কিন্তু থর্নডাইক যখন সহজ গলায় সে প্রশ্নের জবাব দিল তখন আমার সে হাসিটাও মিলিয়ে গেল।

"একটা বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অবশ্য সম্ভবপর নয়। আমি কেবল সম্ভাব্য চেহারার একটা রেখা-চিত্র তুলে ধরতে পারি। আপনি যদি হঠাৎ কোন নিগ্রোর দেখা পান—এমন একটি দীর্ঘকায় নিগ্রো যার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অথবা যার খুলিতে একটা থেঁতলানো আঘাত আছে এবং যার একটা পা ফোলা,—তাহলে তার উপর নজর রাখবেন। যে পাটা ফোলা খুব সম্ভব সেটা বাঁদিকের পা।"

দারোগা শিহরিত হলেন। আমার অবস্থাও অথৈব্চ। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। কিন্তু আমি জানি যে থর্নডাইকের এই বিস্ময়কর অনুমান সম্পূর্ণ একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই ফল। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না যে এই সিদ্ধান্তে সে এল কেমন করে। একজন নিগ্রোর রক্ত কোনমতেই অন্য মানুষের রক্ত থেকে আলাদা হতে পারে না, আর নিশ্চয়ই তার উচ্চতা ও পায়ের অবস্থা সম্পর্কে কোন সূত্রও দিতে পারে না। কিছুই আমার মাথায় ঢুকছিল না; এবং থর্নডাইকের সংলাপ ও দারোগার নিজের হাতে সেটাকে নোট করার ভিতর দিয়ে আমরা একসময় ছোট টাউন হলে পেঁছে গেলাম যেখানে বিচারবিভাগীয় তদন্তটা অনুষ্ঠিত হবে; তখন আমি এই রহস্যময় ধাঁধাটাকে আমার মন থেকে সরিয়ে দিলাম; ধরেই নিলাম যে একমাত্র থর্নডাইকই যথাসময়ে এর সমাধান করে দিতে পারবে।

টাউন হলে ঢুকে দেখলাম তদন্তের কাজ শুরু হবার মুখে। জুরীরা ইতিমধ্যেই স্ব স্ব আসন গ্রহণ করেছেন, আর করোনার সবেমাত্র লম্বা টেবিলটার মাথায় তার আসনের দিকে এগিয়ে চলেছেন। দারোগা আমাদের জন্য যে দুটো আসন দেখিয়ে দিলেন আমরা নিঃশব্দে সেখানেই বসে পড়লাম, আর তিনি নিজে আসন গ্রহণ করলেন জুরীদের পিছনে আমাদের মুখোমুখি হয়ে। তার কাছেই বসে আছেন মিঃ ফক্সলি ও মিস মারখাম; নীরব হাসিতে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে তারা যেন আমাদের উপস্থিতিতে গভীর স্বস্তি প্রকাশ করলেন। থর্নডাইকের ঠিক পাশেই উপবিষ্ট লোকটিকে আমি

www.BanglaBook.org

একজন চিকিৎসক সাক্ষী বলে ধরে নিলাম, আর যে সুদর্শন যুবকটি কিছুটা দূরে একজন পুলিশসহ বসে আছে তাকেই সনাক্ত করলাম রবার্ট ফ্লেচার হিসাবে।

"দুই পক্ষের" সাক্ষীরা যা কিছু বলল তাতে নতুন কোন তথ্যই পাওয়া গেল না ; কেবল এইটুকু জানা গেল যে ফ্লেচার তার মামার বাড়ি থেকে সাতটার পরে বেরিয়ে যায় নি, আর তারপর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত তার গতিবিধি সকলেরই জানা। চিকিৎসক সাক্ষীটি খুবই সতর্ক ; তার অস্বস্তিকর দৃষ্টি সব সময়ই থর্নডাইকের দিকে নিবদ্ধ ছিল। যে আঘাতে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে সেটা সে নিজে বা অন্য কেউ করে থাকতে পারে। গোড়ায় তিনি মৃত্যুর সম্ভবপর সময় বলেছিলেন বুধবার সন্ধ্যা ছয়টা বা সাতটা। থর্নডাইকের একটা প্রশ্নের উত্তরে এখন স্বীকার করলেন যে তখন তিনি দেহের তাপমাত্রা দেখেন নি, এবং মৃতদেহের আড়ষ্টতা ও অন্যান্য লক্ষণ দেখে মনে হয় মৃত্যুর সময় আরও বেশ কিছু পরেও হতে পারে। মধ্যরাতের পরেও মৃত্যুটা ঘটে থাকতে পারে।

এই স্বীকৃতি সত্ত্বেও সাক্ষ্যের মোট ফলাফল ফ্লেচারকে মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত করার দিকেই বেশী মাত্রায় ঝুঁকে পড়ল ; আর জুরীদের দু'একটা প্রশ্নের ধরণ থেকেও বোঝা গেল যে তাদের বিশ্বাস সেই প্রকৃত দোষী। আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে মামলাটিকে যদি সেই স্তরে জুরীদের কাছে উত্থাপন করা হত তাহলে তারা একবাক্যে "স্বেচ্ছাকৃত খুন"-এর রায়ই দিতেন। কিন্তু চিকিৎসক সাক্ষীটি নিজের আসনে ফিরে গেলে করোনোর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে থর্নডাইকের দিকে তাকালেন।

বললেন, "ডাঃ থর্নডাইক, আপনাকে সাক্ষী হিসাবে এখানে ডাকা হয় নি, কিন্তু আমি শুনেছি এই মামলার ব্যাপারে আপনিও কিছু কিছু অনুসন্ধানের কাজ করেছেন। মৃত যোসেফ রিগস্-এর মৃত্যুর উপর কোনরকম নতুন আলোকপাত করতে কি আপনি পারবেন ?"

থর্নডাইক জবাব দিল, "হ্যাঁ, খুব গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তবভিত্তিক সাক্ষী দিতে আমি প্রস্তুত !"

তারপর তাকে শপথ-বাক্য পাঠ করানো হল, আর করোনার তাকে প্রশ্ন করলেন :

"আমি শুনেছি আপনি মৃতব্যক্তির রক্তের নমুনা এবং মৃত ব্যক্তির হল-ঘরে যে রক্ত পাওয়া গেছে তার নমুনা পরীক্ষা করেছেন। আপনি কি সত্যি পরীক্ষাগুলি করেছেন, আর করে থাকলে পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল ?"

"ঐ দুটো নমুনা এবং রবার্ট ফ্লেচারের রক্তের নমুনাও আমি পরীক্ষা করেছি। হল-ঘরের মেঝের রক্তটা মৃত ব্যক্তির রক্ত না রবার্ট ফ্লেচারের রক্ত—সেটা স্থির করাই ছিল পরীক্ষার উদ্দেশ্য।

করোনার চিকিৎসক সাক্ষীর দিকে তাকালেন ; দুজনের মুখেই ঈষৎ হাসি দেখা দিল।

করোনার একটু ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করলেন, "এ বিষয়ে আপনি কি কোন সিদ্ধান্তে পেঁৗচেছেন ?

"আমি নিশ্চিতরূপে স্থির করতে পেরেছি যে হল-ঘরের রক্ত মৃত ব্যক্তিরও নয়, রবার্ট ফ্লেচারেরও নয়।"

www.BanglaBook.org

করোনারের ভ্রূযুগল উপরে উঠে গেল। আবারও তিনি চিকিৎসকের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠলেন, "কিন্তু একজনের রক্ত থেকে অন্য জনের রক্ত কি আলাদা করে চেনা সম্ভব?"

"সাধারণভাবে সম্ভব নয়, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সম্ভব। এটা একটা বিশেষ অসাধারণ ক্ষেত্র।"

"কেমন করে?"

থর্নডাইক উত্তর দিল, "ঘটনাক্রমে যে লোকটির রক্ত হল-ঘরে পাওয়া গেছে সে 'ফাইলেরিয়াসিস' নামক এক প্রকার পরভোজী রোগে ভুগছিল। তার রক্তে ছিল 'ফাইলেরিয়া নকটার্না' নামক প্রচুর সূক্ষ্ম কীটানু। এই দেখুন", কথা বলতে বলতেই তার ব্যাগের ভিতর থেকে দুটো বোতল ও তিনটে বাক্স বের করে সে আবার বলতে শুরু করল, "আমার কাছে রক্তের ছত্রিশটি নমুনা আছে, আর তাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই পরভোজী কীটগুলিকে এক বা একাধিক সংখ্যায় দেখা যাবে। তাছাড়া, মৃত ব্যক্তির রক্তের এবং রবার্ট ফ্লেচারের রক্তেরও ছত্রিশটি করে নমুনা এখানে আছে। এর কোন একটাতেও একটা পরভোজী কীটানুও পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, রবার্ট ফ্লেচারকে এবং মৃত ব্যক্তির দেহটাকে আমি পরীক্ষা করেছি; তা থেকে আমি নিশ্চিত করেই বলতে পারি কোন দেহেই ফাইলেরিয়া রোগের কোন লক্ষণ পাওয়া যায় নি। অতএব এটা নিশ্চিত যে হল-ঘরে যে-রক্ত পাওয়া গেছে সেটা এই দুজনের একজনেরও রক্ত নয়।"

করোনারের মুখ থেকে ব্যঙ্গের হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি খুব গভীরভাবেই প্রভাবিত হয়েছেন, এবার বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন:

"আপনার এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে আরও কিছু কি অনুমান করতে পেরেছেন?"

"হ্যাঁ", থর্নডাইক জবাব দিল। "এর থেকে আরও নিশ্চিত জেনেছি যে এই রক্তপাত ঘটেছিল ন'টার আগে নয় এবং সম্ভবত মধ্যরাত্রির কাছাকাছি সময়ে।"

"সত্যি!" বিস্মিত করোনার চেঁচিয়ে বললেন। "আচ্ছা, এতটা সঠিকভাবে সময়টা নির্ধারণ করা কেমন করে সম্ভব?"

"পরভোজী কীটানুদের অভ্যাস থেকে অনুমান করে", থর্নডাইক বুঝিয়ে বলতে লাগল। "এই বিশেষ ধরনের ফাইলেরিয়া মশার সাহায্যেই বিস্তারলাভ করে, আর তাই এই সব কীটানুর অভ্যাসগুলিও মশাদের অভ্যাসের সঙ্গেই তাল মিলিয়ে চলে। দিনের বেলায় এই কীটানুগুলিকে রক্তের মধ্যে পাওয়া যায় না; তখন তারা শিরার ভিতর লুকিয়ে থাকে। কিন্তু রাত ন'টা থেকে তারা শিরা থেকে রক্তের মধ্যে আসতে শুরু করে, এবং মশারা যতক্ষণ সক্রিয় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত রক্তের মধ্যেই থাকে। তারপর সকাল ছ'টা নাগাদ তারা রক্ত ছেড়ে শিরার ভিতর ফিরে যায়।

"আর এক রকমের প্রজাতি আছে—ফাইলেরিয়া ডায়ার্না—তাদের অভ্যাসগুলো ঠিক বিপরীত;

www.BanglaBook.org

যে সব শোষক কীট-পতঙ্গ দিনের বেলায় উড়ে বেড়ায় তাদের অভ্যাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই তাদের অভ্যাস। তারা রক্তের মধ্যে দেখা দেয় বেলা এগারোটা নাগাদ এবং শিরার ভিতর ফিরে যায় সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ।"

"আশ্চর্য!" করোনার চেঁচিয়ে বললেন। "অদ্ভুত! ভাল কথা, যে পরভোজী কীটানুগুলি আপনি পেয়েছেন সেগুলি কি 'ফাইলেরিয়া ডায়ার্না' হতে পারে?"

"না", থর্নডাইক জবাব দিল। "সময়ের হিসাবটাই সে সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়েছে। রক্তপাতটা ঘটেছিল ছ'টার পরে। সেগুলো নিঃসন্দেহে 'নকটার্ণা', আর সংখ্যায় অনেক বলেই রাত বেশী হবার ইঙ্গিত দেয়। পরভোজী কীটানুগুলি শিরা থেকে বের হয় ধীরে ধীরে, আর একমাত্র মাঝ রাতেই তারা সর্বাধিক সংখ্যায় রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে।"

করোনার বললেন, "কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই রোগ কি কোন বিশেষ শ্রেণীর লোককেই আক্রমণ করে?"

"হ্যাঁ", থর্নডাইক জবাব দিল। "যেহেতু এই রোগটা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সাধারণত সেই অঞ্চলের অধিবাসীরাই এতে আক্রান্ত হয়ে থাকে, এবং তাদের বেশীর ভাগই আদিবাসী মানুষ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে এ রোগটা খুব বেশী দেখা যায়, কিন্তু সেখানকার শ্বেতকায় অধিবাসীদের মধ্যে দেখাই যায় না।"

"আপনি কি বলতে চান যে এই অজ্ঞাত লোকটির একজন নিগ্রো হবার সম্ভাবনাই খুব স্পষ্ট?"

"হ্যাঁ। কিন্তু ফাইলেরিয়া ছাড়াও সেই লোকটি যে নিগ্রো তারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। রক্তপাতের কারণ খুঁজতে গিয়ে আমি সিলিং-এ আটকানো একটা বাতি ঝোলাবার হুক দেখতে পাই; হুকটা এতই নীচু যে কোন লম্বা লোকের মাথায় ঠোক্কর লাগবেই। হুকটাকে ভাল করে লক্ষ্য করে রক্তের দাগের মত একটা ঝকঝকে কালো দাগ দেখতে পাই, আর দেখতে পাই কয়েকগাছি কোঁকড়া ছোট চুল; সেগুলি যে কোন নিগ্রোর মাথার খুলির চুল সেটা বুঝতে আমার ভুল হয় নি। অজ্ঞাত লোকটি যে একজন নিগ্রো সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই, আর তার খুলিতে একটা ক্ষতও অবশ্যই আছে।"

"ফাইলেরিয়া রোগ থেকে কি এমন কিছু ঘটেছে যা দেখলেই চেনা যায়?"

অনেক সময়ই ঘটে। 'ফাইলেরিয়া নকটার্না' রোগে যারা ভোগে তাদের মধ্যে অনেকেরই, বিশেষ করে নিগ্রোদের শরীরের এমন একটা অবস্থা হয় যাকে বলে শিলিপদ বা গোদ। সাধারণত একটা পা পাতা সমেত প্রচণ্ডভাবে ফুলে যায়, তার থেকেই রোগের এই নামকরণ। পা ও পায়ের পাতা হাতির পায়ের মতই দেখায়। প্রকৃতপক্ষে যে নিগ্রোটি হল-ঘরে ঢুকেছিল তার পায়ে গোদ ছিল। মেঝের উপরে বিছানো তেল-কাপড়ের উপর ওই রকম বিকৃত পায়ের ছাপ আমি দেখতে পেয়েছি।"

আমরা সকলেই তীব্র আগ্রহে থর্নডাইকের সাক্ষ্য শুনছিলাম। বস্তুত, শ্রোতারা এতই

www.BanglaBook.org

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল যে একটা পিন পড়লেও তার শব্দটা শোনা যেত। তার কথা শেষ হবার পরেও সেই রুদ্ধশ্বাস নৈঃশব্দ বেশ কয়েক সেকেণ্ড চলল। তারপর সেই নিস্তব্ধতার মধ্যেই আমার ঠিক পিছন থেকে দরজার একটা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ শুনতে পেলাম।

সেই শব্দের মধ্যে বিশেষ অর্থপূর্ণ কিছু ছিল না। কিন্তু তার ফল হল বিস্ময়কর। দারোগার দিকে তাকালাম। দরজার দিকে ফেরানো তার মুখে দেখলাম চোখ দুটি বিস্ফারিত, চোয়ালটা ঝুলে পড়েছে; ক্রমে তার মুখটাই পরম বিস্ময়ের একটা মুখোশে পরিণত হল। আর এই ভঙ্গীটা যখন জুরীদের, করোনারের, এবং উপস্থিত সকলের—একমাত্র থর্নডাইক ছাড়া, কারণ সে দাঁড়িয়েছিল দরজার দিকে পিঠ দিয়ে—মুখের উপর প্রতিফলিত হল, তখন কি এমন ঘটল দেখার জন্য আমিও মুখটা ঘোরালাম। তখন আমিও অন্য সকলের মতই বিস্মিত হলাম।

দরজাটা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করে একটা মাথা তার ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে আছে—মাথাটা এক নিগ্রোর, একটা নোংরা, রক্তমাখা কাপড় দিয়ে তার মাথাটা কোনরকমে ব্যাণ্ডেজ করা। একটা কালো, চকচকে, কৌতূহলী মুখের দিকে আমার চোখ পড়তেই লোকটি দরজাটাকে ঠেলা দিয়ে আরও কিছুটা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে একটা খস্-খস্ শব্দ উঠল, একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা গেল, তারপরেই এক রুদ্ধশ্বাস নীরবতা। প্রতিটি চোখ তখন লোকটার বাঁ পায়ের উপর স্থির-নিবদ্ধ।

সে এক অদ্ভুত, বিরক্তিকর মূর্তি, ফালি-ফালি হয়ে ছেঁড়া ট্রাউজারের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার রাক্ষসের মত বিশাল দেহ আর তার বেঢপ একটা পা—তাতে জুতো নেই, কারণ হাতির পায়ের মত অমসৃণ ও কাঁটা-কাঁটা সেই পা কোন জুতোর মধ্যেই ঢুকবে না। কিন্তু সে দৃশ্যটি আবার দুঃখের এবং করুণারও, কারণ বাইরের আকৃতিটা যতই ভয়ংকর হোক লোকটি কিন্তু দেখতে ভাল, বৃহদাকার ও খেলোয়াড়সুলভ।

প্রথম সম্বিৎ ফিরল করোনারের। নিগ্রোটির উপর চোখ রেখে তিনি থর্নডাইককে বললেন:

"তাহলে আপনার দেওয়া স্বাক্ষ্যের মর্ম এই দাঁড়াচ্ছে: যোসেফ রিগসের মৃত্যুর রাতে একটি অপরিচিত মানুষ বাড়িতে ছিল। সে একটি নিগ্রো, দেখে মনে হচ্ছে তার মাথায় আঘাত লেগেছে, আর আপনার কথামত তার বাঁ পাটা ফোলা।"

থর্নডাইক স্বীকার করল, "হ্যাঁ, এটাই আমার সাক্ষ্যের মূল বক্তব্য।"

সমস্ত ঘরটাতে আবার নীরবতা নেমে এল। নিগ্রোটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এ-দিক ও-দিক চোখ ঘুরিয়ে জনতাকে দেখছে, সেও বুঝতে পেরেছে যে সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ ভিড় ঠেলে করোনারের টেবিলের নীচে পৌঁছে সে গম্ভীর, প্রতিধ্বনিশীল গলায় করোনারকে উদ্দেশ্য করে বলল:

"তুমি ভেবেছ বুড়োটাকে আমি খুন করেছি! না, আমি তাকে খুন করি নি। আমার চোখের

www.BanglaBook.org

সামনে সেই নিজেকে খুন করেছে।"

এই কথা বলে উদ্ধত ভঙ্গীতে আদালতের চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিসের যেন আশায় সে করোনারের দিকে মুখটা ফেরাল।

করোনার বললেন, "তুমি বলছ যে তুমি জান মিঃ রিগস্ আত্মহত্যা করেছেন?"

"হ্যাঁ। আমার চোখের সামনে। সে নিজেকে গুলি করেছে। তুমি ভেবেছ আমি খুন করেছি। আমি বলছি, আমি তাকে খুন করি নি। কেন আমি এই লোকটাকে খুন করব?"

করোনার বললেন, "তুমি যখন জান যে তিনি আত্মহত্যা করেছেন, তাহলে তো তুমি যা কিছু জান সব আমাদের বলতে হবে; এবং সত্য কথা বলেছ বলে তোমাকে শপথ নিতে হবে।"

নিগ্রো সম্মত হল। বলল, "হ্যাঁ, আমি সব কথা তোমাকে বলব। সত্য কথাই বলব। ঐ বুড়োটা নিজেই নিজেকে খুন করেছে।"

করোনার তাকে বুঝিয়ে বললেন যে সে নিজে জড়িয়ে পড়তে পারে এরকম কোন কথা বলতে সে বাধ্য নয়; তারপরেও সে যখন সাক্ষ্য দিতে চাইল তখন তাকে শপথ-বাক্য পাঠ করানো হল, আর সেও আশ্চর্য শাবলীলভাবে আত্মসংযমের সঙ্গে বিবৃতি দিতে লাগল।

"আমার নাম রবার্ট ব্রুস। ওটা আমার ইংরেজী নাম। আমার দেশী নাম কোয়াকু মেন্ সাহ্। গোল্ড কোস্টের তীরে উইন্নেবাহ্-তে আমার বাড়ি। এবার আমি এসেছি "লকী" স্টীমারের রাঁধুনির সহকারী হয়ে। বুধবার রাতে আমি আমার বাংকে শুয়েছিলাম। ঘুম এল না। পোর্ট-হোলের ভিতর দিয়ে বাইরে তাকালাম। কত বড় চাঁদ। আমার দেশে চাঁদ যখন বড় হয় তখন সকলে বাইরে হেঁটে বেড়ায়। আমিও উঠে পড়লাম। শহরে যাবার জন্য তীরে নামলাম। তখন বৃষ্টি নামল। প্রচুর বৃষ্টি। আমার অসুখের পক্ষে বৃষ্টি ভাল নয়। তাই দরজা খোলা একটা বাড়ির খোঁজ করতে লাগলাম। পেলাম না। সব দরজায় তালা। তারপর এই বুড়োর বাড়িটা পেলাম। হাতল ঘুরালাম। দরজা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকলাম। একটা ঘরের ভিতরে তাকালাম। সব অন্ধকার। কেউ নেই। তখন আর একটা ঘরে গেলাম। দরজাটা একটু খোলা। ভিতরে আলো আছে। সেটা আমার ভাল লাগল না। মনে হল, যদি কেউ আসে আর আমাকে দেখে ফেলে; সে ভাববে আমি কিছু চুরি করতে এসেছি। তাই ভাবলাম চলে যাই।

"তারপর "পিং" করে একটা শব্দ হল, বন্দুকের শব্দের মত। শুনতে পেলাম, কেউ যেন সেই ঘরে পড়ে গেল। দরজার কাছে গিয়ে জোরে বললাম, 'ওখানে কে আছ?' কেউ কিছু বলল না। অতএব দরজা খুলে ভিতরে তাকালাম। ঘর ভর্তি ধোঁয়া। দেখলাম, বুড়ো লোকটা মেঝেতে পড়ে আছে। পিস্তলটা হাতে নিলাম। মনে হল, বুড়ো লোকটা নিজেকে খুন করেছে। আমি খুব ভয় পেলাম। ছুটে বেরিয়ে গেলাম। ঘোর অন্ধকার। কিসে যেন আমার মাথাটা ঠুকে গেল। প্রচুর রক্ত পড়তে লাগল। জাহাজে ফিরে গেলাম। কাউকে কিছু বললাম না। আজ শুনতে পেলাম লোকে বলাবলি করছে এখানে একটা আদালত বসেছে বুড়ো লোকটিকে কে খুন করেছে

www.BanglaBook.org

সেটা খুঁজে বের করার জন্য। তাই আমি এসেছি লোকে কি বলে সেটা শুনতে। আমি শুনলাম, ঐ ভদ্দরলোক বলছে যে আমি বুড়োকে খুন করেছি। তাই আমি তোমাকে সব কথা বললাম। তোমাকে সত্য কথাই বলেছি। আমার সাক্ষ্য এখানেই শেষ।"

"তুমি কি জান ক'টার সময় তুমি তীরে নেমেছিলে?" করোনার প্রশ্ন করলেন।

"হ্যাঁ, সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় আমি জাহাজের ডিউটি-বদলের আটটা ঘণ্টা বাজতে শুনেছি। যখন জাহাজে ফিরে যাই তখনও ডিউটি-বদলের দুটো ঘণ্টা বাজে নি।"

"তাহলে তুমি তীরে নেমেছিলে মাঝ রাতে আর ফিরে গিয়েছিলে একটার ঠিক আগে।"

"হ্যাঁ। আমি সেটাই বলছি।"

করোনারের আরও কয়েকটা প্রশ্নের জবাবে নতুন কোন তথ্য পাওয়ায় মামলাটাকে সংক্ষেপে জুরীদের সামনে রাখা হল।

"ভদ্রমহোদয়গণ সাক্ষীদের কথা আপনারা শুনলেন; সত্যি একটি উল্লেখযোগ্য সাক্ষী। যে বিস্ময়কর কুশলতায় ডাঃ থর্নডাইক আলোচ্য বাড়িটার অজ্ঞাত আগন্তুকের ব্যক্তি-স্বরূপকে গড়ে তুলেছেন এবং তার আগমনের সঠিক সময়টা পর্যন্ত নির্দেশ করেছেন, আর এই দুটি কাজই করেছেন শুধুমাত্র আকস্মিকভাবে পাওয়া রক্তের দাগ পরীক্ষা করে, সেটা আমার মতই আপনাদের সকলকেই নিশ্চয় গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। আর কোয়াকু মেনসাহ-র বিবৃতি সম্পর্কে আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে সেটার সত্যতায় সন্দেহ করার কোন কারণ আমি দেখছি না। আপনারা লক্ষ্য করবেন যে তার বিবৃতিটি ডাঃ থর্নডাইকের সাক্ষ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং তার মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য বা অসম্ভবতা নেই। পুলিশ হয়তো আরও কিছু তদন্ত করতে চাইবে, কিন্তু আমাদের দিক থেকে এটা একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য, সুতরাং পরিপূর্ণ গুরুত্ব তাকে দিতেই হবে। এই সব কথা বলেই আপনাদের রায় কি হবে সেটা বিবেচনার ভার আপনাদের উপরেই ছেড়ে দিলাম।"

জুরী বিচার-বিবেচনার জন্য মাত্র দু'এক মিনিট সময় নিলেন। প্রকৃতপক্ষে, সাক্ষী-সাবুদ মানলে একটিমাত্র রায়ই সম্ভব, আর সেটা সর্বসম্মতিক্রমেই গৃহীত হল—সাময়িক উন্মত্ততার বশে আত্মহত্যা। এই রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই দারোগা আনুষ্ঠানিকভাবে এবং অভিনন্দনসহ ফ্লেচারকে হাজত থেকে ছেড়ে দিলেন এবং নিগ্রোটিকে সঙ্গে নিয়ে তার জাহাজে ফিরে গেলেন আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য।

আদালত ভেঙে যাওয়ামাত্রই উপস্থিত জনতা থর্নডাইকের প্রতি উৎসাহে ও কৃতজ্ঞতায় একেবারে উত্তাল হয়ে উঠল। সেই দৃশ্যে সার্থকভাবে স্বীয় ভূমিকায় অভিনয় করতে হলে তার দিক থেকে প্রচুর শস্ত্রধারী দেবতা হবার প্রয়োজন দেখা দিত। কারণ প্রত্যেকেই চাইল তার সঙ্গে করমর্দন করতে, আর তারা দুইজন—মিঃ ফক্সলি ও মিস মারখাম—এমন নাছোড়বান্দার মত তার হাতটি চেপে ধরে থাকলেন যে অন্য প্রার্থীরা একেবারেই বাদ পড়ে গেল।

www.BanglaBook.org

মিস মারখাম সজল চোখে চেঁচিয়ে বললেন, "একশ' বছর বেঁচে থাকলেও আপনাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জানাবার মত সময় আমি পাব না। কিন্তু আমার জীবনের প্রতিটি দিন আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আপনাকে স্মরণ করব। যখনই রবার্টকে দেখব তখনই মনে পড়বে যে তার মুক্তি, এমন কি তার জীবনটা পর্যন্ত আপনারই দান।"
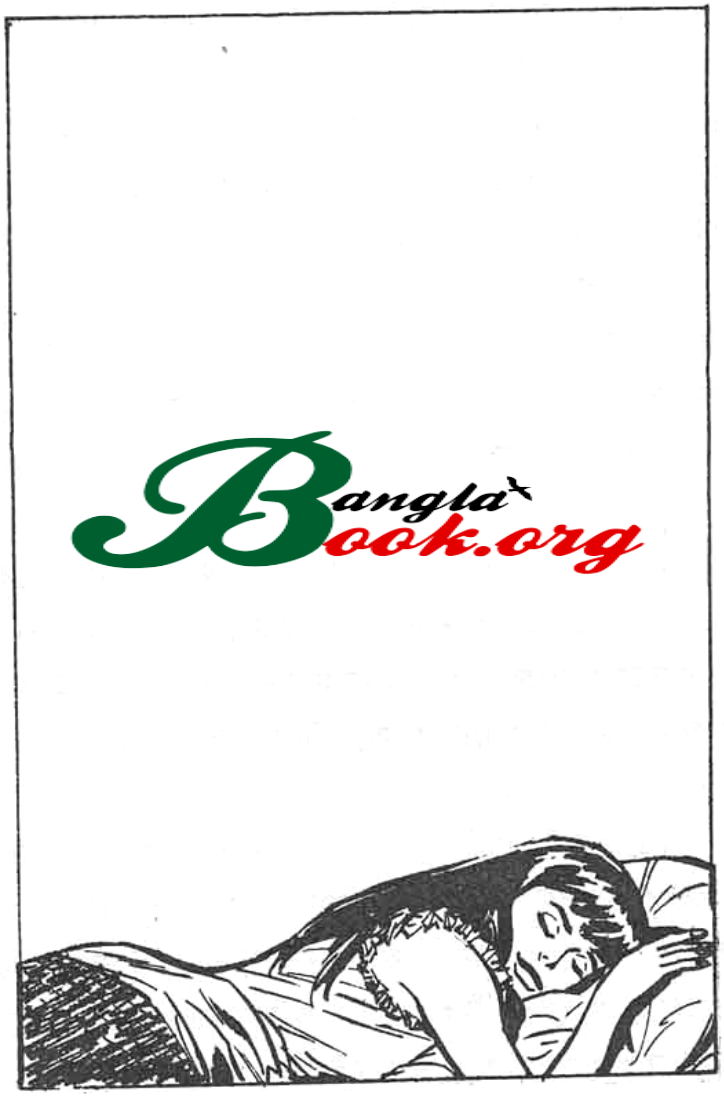
কথাগুলি বলতে বলতে সকৃতজ্ঞ আবেগে সে এতই অভিভূত হয়ে পড়ল যে পুনরায় তার হাতটা ধরে চাপ দিল। আমার তো মনে হল এই বুঝি তাকে সে চুমো খেয়েই বসে; কিন্তু থর্নডাইক ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে সে বিষয়ে সন্দিহান হয়েই তার বদলে রবার্টকে চুমো খেয়েই সে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলল। আর কাজটা যে বেশ ভালই হল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।